

# XI

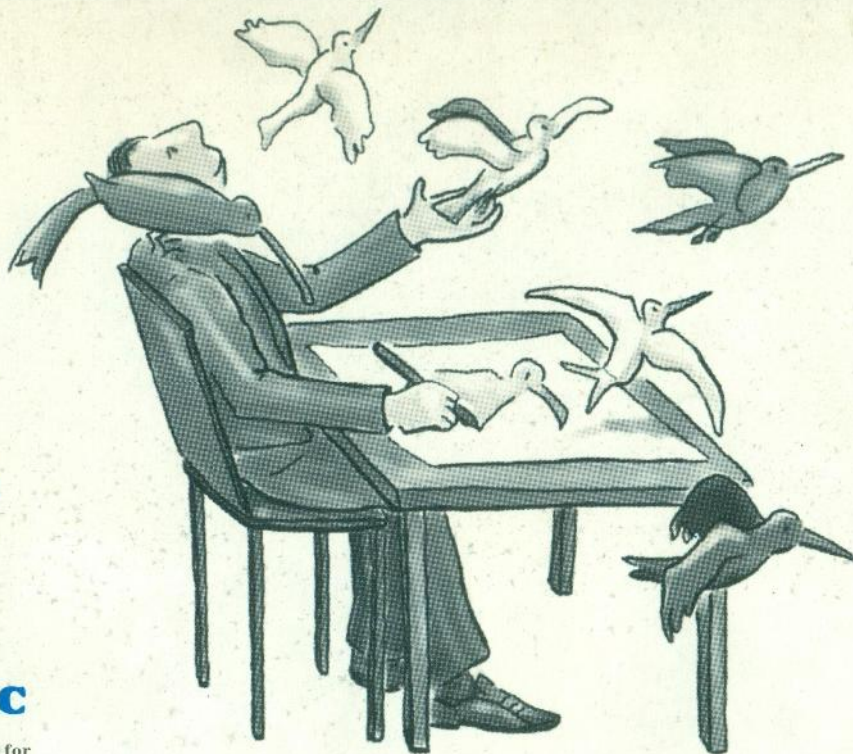
## ARTICLE 19

Promoting  
communication  
technology  
for a  
FAIRER WORLD



**BNNRC**

Bangladesh NGOs Network for  
Radio and Communication



# গণমানুষের জ্ঞানার অধিকার

## তথ্য স্বাধীনতা আইন প্রণয়নের নীতিমালা



**The Public's Right to Know  
Principles on Freedom of Information  
Legislation**

**International Standard Series**

**ARTICLE 19**

6-8 Amwell Street  
London EC1R 1UQ, UK  
Tel: +44 20 7278 9292  
Fax: +44 20 7278 7660

law@article19.org  
www.article19.org

**ISBN 1 902598 10 5**

**June 1999**

**ARTICLE 19 Bangladesh**

Apt No A-1, 4/12 Humayun Road, Block B  
Mohammadpur, Dhaka 1207.  
Bangladesh.  
www.article19.org  
www.provoicebd.org

Bangla Translation  
Published by

**Bangladesh NGOs Network for  
Radio and Communication (BNNRC)**

House 13/1, Road 2, Shamoli, Dhaka 1207.  
Tel: +8802 9130750, 9138501  
ceo@bnnrc.net  
www.bnnrc.net

Bangla Translation  
Published Under the Project  
**Access to Information for Greater Participation  
and Government Accountability**  
Funded by DFID

**August 2008**

**Translation**  
Barkat Ullah Maruf

**Image of the Cover is taken from**  
Central Asian Pocket Book on Freedom of Expression,  
**Article 19**



## বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

আমরা জানতে পেরেছি যে সরকার তথ্য অধিকার আইন ২০০৮ চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এজন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সহজ ও সুলভ প্রক্রিয়ায় গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের ১৯ ধারা বাস্তবায়ন ও গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে নিয়োজিত একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক।

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে অপরাপর সহযোগীদের সাথে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা মনে করি, তথ্য অধিকার আইনে থাকতে হবে এমনসব বিষয় যা জনগণকে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে সাহায্য করবে, যা স্পষ্ট করে বলে দিবে চাওয়ামাত্র তথ্য সরবরাহ করাই নিয়ম আর না করাটাই হলো আইনের লংঘন। আইনে বলা থাকবে কোন কোন তথ্য জনগণকে দেয়া হবে না আর এই তালিকা হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। সহজ পদ্ধতিতে এবং জনগণ যাতে সহজে বুঝতে পারে এমনভাবে তথ্য হস্তান্তরের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এ ছাড়া কেউ তথ্য চেয়ে অন্যায়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে তথ্য অধিকার আইনে তার সহজ প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

## Preface to Bangla Translation

We are happy to be informed that the Government of Bangladesh is about to finalise the Right to Information Act 2008. We thank the government in this regard.

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC) is a national network that is working for the implementation of Article 19 of the UDHR and building democratic social structures through the free flow of information and ensuring advantages of ICT to the rural disadvantaged people in an easy and affordable way.

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication is working in association with other partner organizations regarding the need for a Right to Information Law since its inception.

We believe the Right to Information Act should have such mechanism that enables general people having important information. The mechanism would establish that providing information on demand is the rule and hiding is the denial of law. The law should have a list about which information might not be provided and this list must be very short. It is to be ensured that the information provided should be very easy and comprehensible to the general people. The law should have the measure to take action on unexpected refusal on the demand for information.

বর্তমান প্রকাশনাটি বাংলায় অনুবাদ করার অন্যতম লক্ষ্য হলো সরকার কর্তৃক প্রণীত তথ্য অধিকার আইন (খসড়া) আন্তর্জাতিক রীতিনীতির মানদণ্ড মোতাবেক পর্যালোচনা করা এবং তার আলোকে বর্তমান খসড়াকে সমৃদ্ধ করা।

আমরা আশা করি আর্টিক্যাল ১৯ কর্তৃক পাবলিক'স রাইট টু নো: আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড সিরিজ বুকলেটটির বাংলা অনুবাদ দেশের নাগরিক সমাজ, রাজনীতিবিদ, সরকার ও বেসরকারী কর্মকর্তা, গণমাধ্যম ও অন্যান্য সকলের মধ্যে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে এবং বর্তমান তথ্য অধিকার আইনের খসড়াটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে প্রণীত হবে।

আমরা এই প্রকাশনাটি বাংলায় প্রকাশে সহায়তা করার জন্য আর্টিক্যাল ১৯ কেন্দ্রীয় অফিস ও বাংলাদেশ অফিস'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ এইচ এম বজলুর রহমান

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও গ্র্যান্ড কমিউনিকেশন

ও

সদস্য, স্ট্র্যাটেজি কাউন্সিল

জাতিসংঘ - গ্লোবাল এলায়েন্স ফর আইসিটি গ্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (UN GAID)

The objective of this Bangla translation is to appraise/analyze the Right to Information Act drafted by the government of Bangladesh in accordance with the international standard and enrich the draft.

We hope the Bangla translation of the booklet **Public's Right to Know: International Standard Series**, a production of **Article 19** to play a positive role among the civil society, politicians, government and non government officials, mass media and others and to assist the current Right to Information Act 2008 to be enriched.

We are grateful to the global and Bangladesh authority of Article 19 for assisting this book to be published.

**AHM Bazlur Rahman-S21BR**

CEO, Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication

and

Member, Strategy Council

UN- Global Alliance for ICT and Development (UN-GAID)



## পূর্বকথা

দ্য পাবলিক'স রাইট টু নো: প্রিন্সিপলস অন ফ্রিডম অব ইনফরমেশন লেজিসলেশন শীর্ষক বুকলেটটি আর্টিকেল ১৯ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সিরিজের একটি প্রকাশনা। এই প্রকাশনাটিতে বিস্তারিত ও বোধগম্য করে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ডগুলো বর্ণনা করা হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে যে কেউ স্থানীয় আইন তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কি না তা বুঝতে পারে।

বুকলেটটি বাংলায় অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার উন্নয়নে এটি একটি সমরোপযোগী প্রকাশনা। বিশেষ করে এমন একটি সময়ে এটি প্রকাশিত হচ্ছে, যখন বাংলাদেশ সরকার এমন একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনের কথা নীতিগতভাবে স্বীকার করেছে এবং আইনটি চূড়ান্ত ভাবে পাশ হবার প্রাক্কালে সত্যিকার অর্থে জনগণের তথ্য প্রবেশাধিকার থাকবে কি না তা নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনাও হচ্ছে।

আর্টিকেল ১৯ বিশ্বব্যাপী প্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবেশাধিকার উৎসাহিত করা এবং সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই বুকলেটটি বাংলায় প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশেও তার কাজের সূচনা হল।

তাহমিনা রহমান

পরিচালক

আর্টিকেল ১৯, বাংলাদেশ

## Foreword

The Booklet, **The Public's Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation**, is a product of ARTICLE 19, International Standard Series. The Booklet lays out internationally accepted standards in a comprehensible and accessible manner for anyone to measure domestic laws against them.

I am pleased that the Booklet has been translated into Bangla, I believe that it will be a timely contribution to the developments on Right to Information in Bangladesh, especially when the need for such a law has been agreed in principle by the Government and much discussion is taking place to ensure that any legislation finally passed genuinely permits access to public information.

ARTICLE 19 has been playing a leading role in promoting and protecting freedom of expression and access to information, globally and the publication of this Booklet will add to its work in Bangladesh and through its partners.

**Tahmina Rahman**

Director

ARTICLE 19, Bangladesh

## আর্টিকেল ১৯

মুক্ত প্রকাশের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার ১৯ নম্বর আর্টিকেলের নাম এবং উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এই আর্টিকেল ১৯।

প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, জানা এবং জানানোর স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

আর্টিকেল ১৯-এর ঘোষিত লক্ষ্য হল:

আর্টিকেল ১৯ তথ্যে প্রবেশাধিকার এবং যোগাযোগের উপায়সহ ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহ প্রদান, সংরক্ষণ ও এর উন্নয়ন ঘটাবে। এ কাজগুলো সম্পাদন করা হবে এডভোকেসি, মান নির্ধারণ, প্রচারাভিযান, গবেষণা, আইনী বিতর্ক এবং অংশীদার সৃষ্টির মাধ্যমে। আমরা প্রাইভেট সেক্টরসহ বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে বিশেষগণাত্মক মতবিনিময়ে সম্পৃক্ত করব এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখার ব্যাপারে তাদের জবাবদিহি করব।

আর্টিকেল ১৯ তার লক্ষ্য অর্জন করতে চায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মাধ্যমে—

- আইনী মানদণ্ড উন্নয়নসহ বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) শক্তিশালী করা;
- বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে অন্যান্য সহায়তা করা;

## ARTICLE 19

Global Campaign for Free Expression

ARTICLE 19 takes its name and purpose from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights.

*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*

ARTICLE 19's mission statement is:

ARTICLE 19 will work to promote, protect and develop freedom of expression, including access to information and the means of communication. We will do this through advocacy, standard-setting, campaigns, research, litigation and the building of partnerships. We will engage global, regional and State institutions, as well as the private sector, in critical dialogue and hold them accountable for the implementation of international standards.

ARTICLE 19 seeks to achieve its mission by:

- Strengthening the legal, institutional and policy frameworks for freedom of expression and access to information at the global, regional and national levels, including through the development of legal standards;
- Increasing global, regional and national awareness and support for such initiatives;

- ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে সরকার, কর্পোরেট নিয়ন্ত্রক, পেশাদার গ্রুপ এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে ও কাজিত মান অনুযায়ী বজায় রাখতে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য সুশীল সমাজের সাথে কাজ করা; এবং
- ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যে প্রবেশাধিকার উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে জনস্বার্থ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল নাগরিকের বৃহত্তর ও জনপ্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।

আর্টিকেল ১৯ একটি বেসরকারী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

নির্বাহী পরিচালক: ড. অ্যাগনেস ক্যালামার্ড

- Engaging with civil society actors to build global, regional and national capacities to monitor and shape the policies and actions of governments, corporate actors, professional groups and multilateral institutions with regard to freedom of expression and access to information; and
- Promoting broader popular participation by all citizens in public affairs and decision-making at the global, regional and national levels through the promotion of free expression and access to information

**ARTICLE 19** is a non-governmental, charitable organisation.

**Executive Director:** Dr. Agnes Callamard



## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নীতিমালার খসড়া তৈরি করেছেন আর্টিকেল ১৯-এর ল' প্রোগ্রামের প্রধান টোবি মেনডেল। আর্টিকেল ১৯-এর তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ পাঠ প্রক্রিয়া, বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং পৃথিবীর বহু দেশের বিভিন্ন অংশীদার সংগঠনের সাথে কাজ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফসল হচ্ছে এই নীতিমালা। এই ডকুমেন্টটির সম্পাদনা ও অক্ষরবিন্যাস করেছেন আর্টিকেল ১৯-এর কমিউনিকেশন অফিসার ইলিনা ক্রাবিৎজ।

আমরা কমিউনিটি ফান্ড-এর ইন্টারন্যাশনাল গ্রান্ট অফিসকে ধন্যবাদ জানাই এই ডকুমেন্টটি পুনর্মুদ্রণের তহবিল প্রদানের জন্য।

## প্রত্যয়ন

এই নীতিমালা জাতিসংঘের ফ্রিডম অব অপিনিয়ন এন্ড এক্সপ্রেশন বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক মি. আবিদ হুসাইন তার জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের ২০০০ সেশনে প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রত্যয়ন করেন এবং কমিশনের আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক ঘোষণা ২০০০-য় এটি রেফার করা হয়।

এ নীতিমালা আরও প্রত্যয়ন করেন অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (ওএএস)-এর আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক মি. সান্টিয়োগো ক্যানটন, তার ১৯৯৯ প্রতিবেদনের মাধ্যমে; ওএএস-এর মানবাধিকার বিষয়ক আন্তঃআমেরিকান কমিশনের প্রতিবেদন ভলিউম ৩।

## ACKNOWLEDGEMENTS

These Principles were drafted by Toby Mendel, Head of ARTICLE 19's Law Programme. They are the product of a long process of study, analysis and consultation overseen by ARTICLE 19 and drawing on extensive experience and work with partner organisations in many countries around the world. The document was edited and typeset by Ilana Cravitz, ARTICLE 19's Communications Officer.

We would like to thank the International Grants Office of the Community Fund, which provided funding for the reprint of this document.

## ENDORSEMENTS

These Principles were endorsed by Mr. Abid Hussain, the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, in his report to the 2000 session of the United Nations Commission on Human Rights, and referred to by the Commission in its 2000 resolution on freedom of expression. They were also endorsed by Mr. Santiago Canton, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression in his 1999 Report, Volume III of the Report of the Inter-American Commission on Human Rights to the OAS.



## ভূমিকা

তথ্য হল গণতন্ত্রের অক্সিজেন। সমাজে কী ঘটছে তা যখন জনগণ জানতে পারে না, শাসকদের কর্মকাণ্ড যখন থাকে গোপন, তখন ঐ সমাজের ঘটনাপ্রবাহে তারা কোনো অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে না। তথ্য কেবল জনগণের প্রয়োজনই নয়— বরং সুশাসনের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। টিকে থাকার জন্য গোপনীয়তা দরকার হয় দুঃশাসনের। এরা অদক্ষতা, অপচয় আর দুর্নীতি বেড়ে উঠতে দেয়। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের পর্যবেক্ষণ মতে, একটি গণতান্ত্রিক সরকার ও অপেক্ষাকৃত স্বাধীন গণমাধ্যমের দেশে দুর্ভিক্ষ থাকতে পারে না। তথ্য জনগণকে সরকারের কর্মকাণ্ডের দোষগুণ বুঝতে সক্ষম করে তোলে এবং সেসব বিষয়ে সঠিকভাবে অবগত হয়ে বিতর্ক করার বা প্রশ্ন তোলার এটাই ভিত্তি।

অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, সরকার গোপনে কাজ করতেই পছন্দ করে। আফ্রিকার সোয়াহিলি ভাষায় ‘সরকার’ শব্দটির একটি অর্থ হল ‘ভয়াবহ গোপন’। এমনকি অনেক গণতান্ত্রিক সরকারও তাদের বহু কাজ সারেন জনগণের চোখের আড়ালে। আর এসব গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কৈফিয়তেরও কোনো অভাব তাদের হয় না— জাতীয় নিরাপত্তা, পাবলিক অর্ডার, বৃহত্তর জনস্বার্থ এসবই হল সাধারণ কৈফিয়ত। প্রায়ই সরকারগুলো অফিসিয়াল তথ্যকে নিজেদের সম্পত্তি জ্ঞান করে থাকে; অথচ তারা এভাবে ভাবতে পারত, এসব তথ্য এমন এক আমানত যা জনগণের পক্ষ থেকে নির্বাহ করার জন্যই তারা ক্ষমতায় এসেছে।

ঠিক এ কারণেই আর্টিকেল ১৯ এই আন্তর্জাতিক নীতিমালা সমষ্টি তৈরি করেছে— যা একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করবে; যার অন্যথা হলে যে কোনো ব্যক্তি যাচাই করতে পারবে যে তার দেশের আইন অফিসিয়াল তথ্যে তার

## PREFACE

Information is the oxygen of democracy. If people do not know what is happening in their society, if the actions of those who rule them are hidden, then they cannot take a meaningful part in the affairs of that society. But information is not just a necessity for people – it is an essential part of good government. Bad government needs secrecy to survive. It allows inefficiency, wastefulness and corruption to thrive. As Amartya Sen, the Nobel Prize-winning economist has observed, there has not been a substantial famine in a country with a democratic form of government and a relatively free press. Information allows people to scrutinise the actions of a government and is the basis for proper, informed debate of those actions.

Most governments, however, prefer to conduct their business in secret. In Swahili, one of the words for government means “fierce secret”. Even democratic governments would rather conduct the bulk of their business away from the eyes of the public. And governments can always find reasons for maintaining secrecy – the interests of national security, public order and the wider public interest are a few examples. Too often governments treat official information as their property, rather than something which they hold and maintain on behalf of the people.

That is why ARTICLE 19 has produced this set of international principles – to set a standard against which anyone can measure whether domestic laws

প্রবেশাধিকার অনুমোদন করেছে কি না। এই নীতিমালায় পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টভাবে এমন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে যা ব্যবহার করে সরকারগুলো মহত্তম আন্তর্জাতিক মান ও চর্চার সাথে সঙ্গতি রেখে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে।

মানদণ্ড হিসেবে এই নীতিমালাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কেবল নীতিমালা থাকাটাই যথেষ্ট নয়। এর সঠিক ব্যবহারটা জরুরি— ক্যাম্পেইনার, আইনজীবী, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মকর্তা সকলের মাধ্যমে। প্রতিটি সমাজ যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, সেখানে এ নীতিমালার প্রয়োগ ঘটা উচিত, সরকারের যেসব কর্তব্যাক্তি নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং স্বচ্ছতার ব্যাপারে যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাদেরও উচিত এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা। পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, শাসন ও জবাবদিহিতার উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যেই আমরা এই নীতিমালা প্রকাশ করছি।

নির্বাহী পরিচালক  
আর্টিকেল ১৯

genuinely permit access to official information. They set out clearly and precisely the ways in which governments can achieve maximum openness, in line with the best international standards and practice.

Principles are important as standards but on their own they are not enough. They need to be used – by campaigners, by lawyers, by elected representatives and by public officials. They need applying in the particular circumstances that face each society, by people who understand their importance and are committed to transparency in government. We publish these principles as a contribution to improving governance and accountability and strengthening democracy across the world.

Executive Director  
Article 19

## বিষয়সূচি

নীতিমালা ১: সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা	১২
নীতিমালা ২: প্রকাশের দায়	১৪
নীতিমালা ৩: সরকারী স্বচ্ছতা উদ্বুদ্ধকরণ	১৫
নীতিমালা ৪: সীমিত ব্যতিক্রম	১৭
নীতিমালা ৫: প্রবেশাধিকার প্রদানের প্রক্রিয়া	১৯
নীতিমালা ৬: ব্যয়	২১
নীতিমালা ৭: উন্মুক্ত বৈঠক	২২
নীতিমালা ৮: প্রকাশে অগ্রাধিকার	২৩
নীতিমালা ৯: তথ্যপ্রকাশের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা	২৪

## CONTENTS

PRINCIPLE 1. Maximum disclosure	12
PRINCIPLE 2. Obligation to publish	14
PRINCIPLE 3. Promotion of open government	15
PRINCIPLE 4. Limited scope of exceptions	17
PRINCIPLE 5. Processes to facilitate access	19
PRINCIPLE 6. Costs	21
PRINCIPLE 7. Open meetings	22
PRINCIPLE 8. Disclosure takes precedence	23
PRINCIPLE 9. Protection for whistleblowers	24



## পটভূমি

এই নীতিমালা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শাসনকাঠামোর জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করে, যেসব কাঠামো তথ্য স্বাধীনতার অধিকারে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রাথমিকভাবে এই নীতিমালার নকশা করা হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে তথ্যের স্বাধীনতা কিংবা অফিসিয়াল তথ্য প্রবেশাধিকার অর্জনের কথা চিন্তা করে; কিন্তু একইসাথে এটি আন্তঃসরকার প্রতিষ্ঠান, যেমন, জাতিসংঘ বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইত্যাদির তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

এই নীতিমালা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক আইন ও মানদণ্ড, রাষ্ট্রীয় চর্চার উন্নয়ন (জাতীয় আইন ও আদালতে বিচার প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে প্রতিফলিত) এবং জাতিসমূহের স্বীকৃত সাধারণ আইনগত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। **আর্টিকেল ১৯**-এর তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ পাঠ প্রক্রিয়া, বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং পৃথিবীর বহু দেশের বিভিন্ন অংশীদার সংগঠনের সাথে কাজ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফসল হচ্ছে এই নীতিমালা।

## নীতিমালা ১: সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা

সর্বোচ্চ উন্মুক্ততার নীতি অনুযায়ী তথ্য স্বাধীনতার আইন প্রণীত হওয়া উচিত

সর্বোচ্চ উন্মুক্ততার নীতির প্রতিষ্ঠিত পূর্বানুমান হচ্ছে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য প্রকাশিতব্য হওয়া উচিত; খুব সীমিত কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে (নীতিমালা ৪ দেখুন)। তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ক ধারণার মূল ভিত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই নীতিমালাটিতে এবং আদর্শগতভাবে এর পক্ষে সংবিধানে পরিষ্কার উল্লেখ থাকতে হবে যে, অফিসিয়াল তথ্য প্রবেশাধিকার একটি মৌলিক অধিকার। এ আইন প্রণয়নের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হতে হবে চর্চার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা।

তথ্য উন্মুক্ত করার ব্যাপারে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে এবং জনগণের প্রতিটি সদস্যের নাগরিক অধিকার হল সে তথ্য পাওয়া। একটি দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে উপস্থিত প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার ভোগ করতে পারা উচিত। এই অধিকার চর্চার মানে এই নয়, কোনো

## BACKGROUND

These Principles set out standards for national and international regimes which give effect to the right to freedom of information. They are designed primarily for national legislation on freedom of information or access to official information but are equally applicable to information held by inter-governmental bodies such as the United Nations and the European Union.

The Principles are based on international and regional law and standards, evolving state practice (as reflected, *inter alia*, in national laws and judgments of national courts) and the general principles of law recognised by the community of nations. They are the product of a long process of study, analysis and consultation overseen by ARTICLE 19, drawing on extensive experience and work with partner organisations in many countries around the world.

## PRINCIPLE 1. MAXIMUM DISCLOSURE

**Freedom of information legislation should be guided by the principle of maximum disclosure**

The principle of maximum disclosure establishes a presumption that all information held by public bodies should be subject to disclosure and that this presumption may be overcome only in very limited circumstances (see Principle 4). This principle encapsulates the basic rationale underlying the very concept of freedom of information and ideally it should be provided for in the Constitution to make it clear that access to official information is a basic right. The overriding goal of legislation should be to implement maximum disclosure in practice.

Public bodies have an obligation to disclose information and every member of the public has a corresponding right to receive information. Everyone present in the territory of the country should benefit from this right.

ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট একটা তথ্যে প্রবেশাধিকারের জন্য সুস্পষ্ট প্রয়োজন প্রদর্শন করতে হবে। সরকারী কর্তৃপক্ষ কোনো নির্দিষ্ট তথ্যে প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে এই প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার দায়িত্বও তাদের নিতে হবে। অর্থাৎ, সরকারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই দেখাতে হবে, যে তথ্যটি তারা প্রকাশ করতে চাচ্ছে না তা এ সীমিত ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে। নিম্নে বিস্তারিত দেখুন।

## সংজ্ঞা

‘তথ্য’ এবং ‘সরকারী প্রতিষ্ঠান’ দুটোই ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

‘তথ্য’ (ইনফরমেশন) বলতে বোঝায় কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের রেকর্ড, তা সে তথ্য যে আকারেই সংরক্ষিত থাকুক (দলিলপত্র, টেপ, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডিং এবং অন্যান্য), রেকর্ডের উৎস (সেই প্রতিষ্ঠানের বা অন্য কারো উৎপাদিত) এবং উৎপাদনের তারিখ। অন্যান্য রেকর্ডের সাথে সাথে ‘সংরক্ষিত’ নামক জনগণের নাগালের বাইরে থাকা (ক্লাসিফাইড) রেকর্ডও যাতে আইনী প্রক্রিয়ার আওতায় পড়ে, সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তথ্যের উন্মুক্ততার লক্ষ্যে ‘সরকারী প্রতিষ্ঠান’-এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক পদবীর বদলে সেবা প্রদানকারীর ধরনের উপর নজর দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে এর আওতায় স্থানীয় সরকার, নির্বাচিত পরিষদ, বৈধ ক্ষমতাবাহী প্রতিষ্ঠান, জাতীয়কৃত শিল্পকারখানা, পাবলিক করপোরেশন, দপ্তর-বহির্ভূত কিংবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগীয় সংস্থা এবং সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনাবাহী প্রাইভেট সংস্থা (যেমন সড়ক বা রেলরাস্তা তত্ত্বাবধানকারী সংস্থা) ইত্যাদিসহ অন্তর্ভুক্ত হবে সকল শাখা ও স্তরের সরকারী (পাবলিক) কাঠামো। প্রাইভেট সংস্থাগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদি তাদের তথ্য প্রকাশের ফলে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ যেমন পরিবেশ বা স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো ঝুঁকি হ্রাস পায়। এই ডকুমেন্টে উল্লিখিত নীতিমালা অনুসারে আন্তঃসরকারী সংস্থাগুলোও তথ্য স্বাধীনতা বিধানের আওতাবাহী হবে।

The exercise of this right should not require individuals to demonstrate a specific interest in the information. Where a public authority seeks to deny access to information, it should bear the onus of justifying the refusal at each stage of the proceedings. In other words, the public authority must show that the information which it wishes to withhold comes within the scope of the limited regime of exceptions, as detailed below.

## Definitions

Both ‘information’ and ‘public bodies’ should be defined broadly.

‘Information’ includes all records held by a public body, regardless of the form in which the information is stored (document, tape, electronic recording and so on), its source (whether it was produced by the public body or some other body) and the date of production. The legislation should also apply to records which have been classified, subjecting them to the same test as all other records.

For purposes of disclosure of information, the definition of ‘public body’ should focus on the type of service provided rather than on formal designations. To this end, it should include all branches and levels of government including local government, elected bodies, bodies which operate under a statutory mandate, nationalised industries and public corporations, non-departmental bodies or quangos (quasi non-governmental organisations), judicial bodies, and private bodies which carry out public functions (such as maintaining roads or operating rail lines). Private bodies themselves should also be included if they hold information whose disclosure is likely to diminish the risk of harm to key public interests, such as the environment and health. Inter-governmental organisations should also be subject to freedom of information regimes based on the principles set down in this document.



## রেকর্ড ধ্বংস

রেকর্ডের অখণ্ডতা ও সহজলভ্যতা সংরক্ষণের স্বার্থে প্রচলিত আইনে তথ্য প্রবেশাধিকারে বাধা এবং রেকর্ডের ইচ্ছাকৃত ধ্বংসসাধন দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে হবে। এই আইনে সরকারী সংস্থাগুলোতে রেকর্ড সংরক্ষণ ও নির্বাহ করার জন্য একটা ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করা থাকবে। জনস্বার্থে যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করার মতো যথেষ্ট সম্পদ ও মনোযোগ বরাদ্দ করার ক্ষমতাও সেসব সংস্থার হাতে থাকতে হবে। আরও বলা যায় যে, রেকর্ড প্রকাশ করার দায়িত্ব মানে শুধু সেগুলোতে কী তথ্য রয়েছে তাই প্রকাশ করা নয়; রেকর্ডের যথাযথ প্রকাশনা নিজেই প্রবর্তীতে তার কোনো পরিবর্তন বা অন্য কোনোভাবে তার ক্ষতিসাধন প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

## নীতিমালা ২: প্রকাশনার দায়

সরকারী (পাবলিক) সংস্থার উপর জরুরি তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব আরোপ করা উচিত

তথ্যের স্বাধীনতার অর্থ কেবল অনুরোধ সাপেক্ষে সরকারী সংস্থাগুলোর তথ্য প্রদর্শন নয় বরং তাৎপর্যপূর্ণ জনস্বার্থ বিষয়ে নিজ থেকেই তথ্য প্রকাশ ও ব্যাপকভাবে প্রচার করাও বটে; অবশ্য সম্পদ ও সামর্থ্য ভিত্তিক কিছু সীমাবদ্ধতা বাদে।

সাধারণভাবে প্রকাশনার দায়িত্ব আরোপ এবং অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে এমন কিছু অপরিহার্য প্রকার নির্ধারণ- আইনের মধ্যে উভয়েরই সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

সরকারী সংস্থাগুলোর, অন্ততপক্ষে, নিম্নলিখিত ধরনের তথ্যের প্রকাশের ব্যাপারে অবশ্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে হবে।

- কর্মকাণ্ড বিষয়ক (অপারেশনাল) তথ্য, কিভাবে ঐ সরকারী সংস্থাটি কাজ করে- যার মধ্যে থাকবে ব্যয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, অডিটকৃত হিসাব, মানদণ্ড, অর্জন ইত্যাদি, বিশেষ করে সেই সংস্থাটি জনগণের জন্য সরাসরি কী কী সেবা প্রদান করে;

## Destruction of records

To protect the integrity and availability of records, the law should provide that obstruction of access to, or the willful destruction of records is a criminal offence. The law should also establish minimum standards regarding the maintenance and preservation of records by public bodies. Such bodies should be required to allocate sufficient resources and attention to ensuring that public record-keeping is adequate. In addition, to prevent any attempt to doctor or otherwise alter records, the obligation to disclose should apply to records themselves and not just the information they contain.

## PRINCIPLE 2. OBLIGATION TO PUBLISH

**Public bodies should be under an obligation to publish key information**

Freedom of information implies not only that public bodies accede to requests for information but also that they publish and disseminate widely documents of significant public interest, subject only to reasonable limits based on resources and capacity.

Which information should be published will depend on the public body concerned. The law should establish both a general obligation to publish and key categories of information that must be published.

Public bodies should, as a minimum, be under an obligation to publish the following categories of information:

- Operational information about how the public body functions, including costs, objectives, audited accounts, standards, achievements and so on, particularly where the body provides direct services to the public;
- Information on any requests, complaints or other direct actions which members of the



- সরকারী সংস্থার বরাবর জনগণের অনুরোধ, অভিযোগ বা অন্য কোনো সরাসরি গৃহীত পদক্ষেপ সাপেক্ষে তথ্য প্রকাশ;
- জনগণের পক্ষ থেকে কোনো বৃহৎ পলিসি বা আইনগত প্রস্তাবনা প্রদানের জন্য পরামর্শ প্রক্রিয়া;
- উক্ত সংস্থার তথ্যের ধরন কী এবং তা কী রূপে সংরক্ষিত রয়েছে।
- জনগণের উপর প্রভাব ফেলে এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা পলিসির বিষয়সূচি, এমনকি গৃহীত সিদ্ধান্তের কারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বের পটভূমি।

public may take in relation to the public body;

- Guidance on processes by which members of the public may provide input into major policy or legislative proposals;
- The types of information which the body holds and the form in which this information is held; and
- The content of any decision or policy affecting the public, along with reasons for the decision and background material of importance in framing the decision.

### নীতিমালা ৩: সরকারী স্বচ্ছতা উদ্বুদ্ধকরণ

সরকারী সংস্থাগুলো অবশ্যই সক্রিয়ভাবে সরকারের স্বচ্ছতাকে উদ্বুদ্ধ করবে

তথ্য স্বাধীনতা আইন প্রণয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে জনগণকে তাদের এ অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা এবং সরকারের মধ্যে উন্মুক্ততার সংস্কৃতি উৎসাহিত করা অপরিহার্য। অবশ্য, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রথাগত নাগরিক সেবা অনেক প্রগতিশীল আইন প্রণয়নকেও খর্ব করে ফেলেছে। সেকারণেই, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকাণ্ড তথ্য স্বাধীনতা আইনের সবচেয়ে অপরিহার্য উপাদান। এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে দেশ ভেদে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড হতে পারে, বিভিন্ন প্রভাবকের উপর এটি নির্ভরশীল, যেমন, সিভিল সার্ভিস সেখানে কতটা গোছানো, তথ্যের মুক্ত প্রকাশের মূল বাধাগুলো কী, সাধারণ মানুষের সাক্ষরতার হার এবং সচেতনতার মাত্রা কতটা— এসবের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এই আইনী প্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ও নিবেদিত মনোযোগ বরাদ্দ করা হচ্ছে কি না সেটাও নিশ্চিত করতে হবে কর্তৃপক্ষকে।

#### জনশিক্ষা

প্রচলিত বিধানে ন্যূনতম মাত্রায় এ বিষয়ক জনশিক্ষার বন্দ্যোবস্ত থাকা দরকার এবং সেইসাথে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, সহজলভ্য তথ্যের সুযোগ এবং এ অধিকার চর্চার ধরন সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে দেয়া দরকার। যেসব দেশে

### PRINCIPLE 3. PROMOTION OF OPEN GOVERNMENT

**Public bodies must actively promote open government**

Informing the public of their rights and promoting a culture of openness within government are essential if the goals of freedom of information legislation are to be realised. Indeed, experience in various countries shows that a recalcitrant civil service can undermine even the most progressive legislation. Promotional activities are, therefore, an essential component of a freedom of information regime. This is an area where the particular activities will vary from country to country, depending on factors such as the way the civil service is organised, key constraints to the free disclosure of information, literacy levels and the degree of awareness of the general public. The law should require that adequate resources and attention are devoted to the question of promoting the goals of the legislation.

#### Public Education

As a minimum, the law should make provision for public education and the dissemination of information regarding the right to access information, the scope of information

খবরের কাগজ বিতরণ ও সাক্ষরতার হার কম সেসব দেশে সম্প্রচার মাধ্যমই হতে পারে এ ধরনের শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একাজে সৃজনশীল কিছু ব্যতিক্রমও থাকতে পারে, যেমন: শহরে শহরে মিটিং কিংবা ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র ইউনিটের কথাও ভাবা যেতে পারে— সরকারী সংস্থাগুলো আলাদাভাবে তাদের দায়িত্বে এটা প্রচার করতে পারে আবার সরকার এ কাজের জন্যই বিশেষ দায়িত্ব ও তহবিলের ব্যবস্থা করে আলাদা সংস্থাও তৈরি করে দিতে পারে।

### অফিসিয়াল গোপনীয়তার সংস্কৃতি মোকাবেলা

এ আইন কিছু কৌশল প্রস্তুত করবে, যা সরকারের অভ্যন্তরীণ গোপনীয়তার সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করবে। এসব কৌশলের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে থাকবে, সরকারী সংস্থাগুলোতে কর্মীদের তথ্য-স্বাধীনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ। এসব প্রশিক্ষণে তথ্য-স্বাধীনতার গুরুত্ব ও বিবেচ্য বিষয়ে আলোকপাত, তথ্যে প্রবেশাধিকারের পালনীয় পদ্ধতি, কিভাবে কার্যকরভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করা যায় এবং তাতে সকলের প্রবেশাধিকার সৃষ্টি করা যায়, সংস্থার মুখপাত্রদের নিরাপত্তা এবং কোন সংস্থায় কী ধরনের তথ্য প্রকাশ করা দরকার সেসব বিষয় বিশদ আলোচনা করবে।

জনশিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী সংস্থাও সরকারের অভ্যন্তরে উন্মুক্ততা বা স্বচ্ছতা উদ্বুদ্ধকরণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রহণযোগ্য উদ্যোগগুলোর মধ্যে থাকতে পারে— ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সরকারী সংস্থাসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা; গোপনীয়তার সমস্যা তুলে ধরার জন্য ক্যাম্পেইন; ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকা সংস্থাগুলোর জন্য যোগাযোগ ক্যাম্পেইন; আর যারা অতিরিক্ত গোপনীয়তা বজায় রেখেই চলেছে তাদের সমালোচনা। আরেকটা হতে পারে, সংসদ বা সংসদীয় পরিষদগুলোতে এখনও বিদ্যমান সমস্যা এবং অর্জন নিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা— যে প্রতিবেদনের মধ্যে আরও উল্লেখ থাকতে পারে, তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, তথ্যের মুক্ত প্রবাহে এখনও বিদ্যমান চিহ্নিত বাধাসমূহ এবং সামনের বছরগুলোতে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপসমূহ।

সরকারী সংস্থাসমূহকে প্রবেশাধিকার ও স্বচ্ছতার স্বার্থে নিজেদের জন্য আচরণ বিধি তৈরির ব্যাপারেও উৎসাহিত করা যেতে পারে।

which is available and the manner in which such rights may be exercised. In countries where newspaper distribution or literacy levels are low, the broadcast media are a particularly important vehicle for such dissemination and education. Creative alternatives, such as town meetings or mobile film units, should be explored. Ideally, such activities should be undertaken both by individual public bodies and a specially designated and adequately funded official body – either the one which reviews requests for information, or another body established specifically for this purpose.

### Tackling the culture of official secrecy

The law should provide for a number of mechanisms to address the problem of a culture of secrecy within government. These should include a requirement that public bodies provide freedom of information training for their employees. Such training should address the importance and scope of freedom of information, procedural mechanisms for accessing information, how to maintain and access records efficiently, the scope of whistleblower protection, and what sort of information a body is required to publish.

The official body responsible for public education should also play a role in promoting openness within government. Initiatives might include incentives for public bodies that perform well, campaigns to address secrecy problems and communications campaigns encouraging bodies that are improving and criticising those which remain excessively secret. Another possibility is the production of an annual report to Parliament and/or Parliamentary bodies on remaining problems and achievements, which might also include measures taken to improve public access to information, any remaining constraints to the free flow of information which have been identified and measures to be taken in the year ahead.

Public bodies should be encouraged to adopt internal codes on access and openness.



## নীতিমালা ৪: সীমিত ব্যতিক্রমসমূহ

ব্যতিক্রমসমূহকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান করতে হবে এবং অবশ্যই সেসব ক্ষেত্রে ‘ক্ষতি’ এবং ‘জনস্বার্থ’ মূল্যায়ন সাপেক্ষে দৃঢ়বদ্ধ হতে হবে

তথ্যের জন্য ব্যক্তিগত অনুরোধসমূহও সরকারী সংস্থাসমূহকে পরিপূরণ করতে হবে, যদি না তারা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয় যে উক্ত তথ্য সীমিত ব্যতিক্রম ক্ষেত্রসমূহের আওতায় রয়েছে। তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে কোনরকম প্রত্যাখ্যান গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না ঐ কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারছে ঐ নির্দিষ্ট তথ্যটি সুনির্ধারিত তিন-স্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে।

### তিন স্তর বিশিষ্ট যাচাই মান

১. ঐ তথ্যটিকে অবশ্যই আইনের তালিকাভুক্ত বৈধ লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত হয়;
২. ঐ তথ্যটির প্রকাশ অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত লক্ষ্যের ক্ষতিসাধনের ঝুঁকি সৃষ্টি করবে; এবং
৩. ঐ তথ্যটি পাবার সাথে সম্পর্কিত জনস্বার্থের চেয়ে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ অবশ্যই বৃহত্তর হবে।

কোনো সরকারী সংস্থা এ আইনের এখতিয়ারের বাইরে থাকবে না, এমনকি যদি সেসব সংস্থার বেশিরভাগ কর্মকাণ্ডই উল্লিখিত ব্যতিক্রমের আওতাধীন হয়। এটি সরকারের সকল বিভাগের (আইন, বিচার ও নির্বাহী) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেইসাথে সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের (যেমন, নিরাপত্তা ও সামরিক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তথ্যের অ-প্রকাশ অবশ্যই একটি একটি করে পৃথক বিবেচনার ভিত্তিতে যাচাই করতে হবে।

সরকারকে বিব্রত হওয়া বা অপকর্মের উন্মোচন থেকে বাঁচানোর জন্য নিয়ন্ত্রণ বা নিষেধাজ্ঞা কখনও বৈধ হতে পারে না।

### ব্যতিক্রম বৈধকরণের আইনগত গ্রহণযোগ্য লক্ষ্যসমূহ

অপ্রকাশকে বৈধ করতে পারে, আইনের এমন লক্ষ্যসমূহের একটা সম্পূর্ণ তালিকা এ আইনে উল্লেখ থাকতে হবে। এই তালিকায় স্থান পাওয়া স্বার্থসমূহ

## PRINCIPLE 4. LIMITED SCOPE OF EXCEPTIONS

**Exceptions should be clearly and narrowly drawn and subject to strict “harm” and “public interest” tests**

All individual requests for information from public bodies should be met unless the public body can show that the information falls within the scope of the limited regime of exceptions. A refusal to disclose information is not justified unless the public authority can show that the information meets a strict three-part test.

### The three-part test

1. The information must relate to a legitimate aim listed in the law;
2. Disclosure must threaten to cause substantial harm to that aim; and
3. The harm to the aim must be greater than the public interest in having the information.

No public bodies should be completely excluded from the ambit of the law, even if the majority of their functions fall within the zone of exceptions. This applies to all branches of government (that is, the executive, legislative and judicial branches) as well as to all functions of government (including, for example, functions of security and defence bodies). Non-disclosure of information must be justified on a case-by-case basis.

Restrictions whose aim is to protect governments from embarrassment or the exposure of wrongdoing can never be justified.

### Legitimate aims justifying exceptions

A complete list of the legitimate aims which may justify non-disclosure should be provided in the law. This list should include only interests which constitute legitimate grounds for refusing to disclose documents and should



হবে কেবলমাত্র যার কোনো ডকুমেন্টের প্রকাশ প্রত্যাখ্যান করার বৈধ পটভূমি রয়েছে এবং যেগুলোকে অবশ্যই আইনের প্রয়োগ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (প্রাইভেসি), জাতীয় নিরাপত্তা, বাণিজ্যিক বা অন্যান্য গোপনীয়তা (কনফিডেনশিয়ালিটি), জন/ব্যক্তি নিরাপত্তা, সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অক্ষমতা বা কার্যকারিতা ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

এই ব্যতিক্রমসমূহ এমন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দরকার যাতে বৈধ স্বার্থকে আঘাত করে না এমন সব বিষয় এর আওতা থেকে এড়ানো সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে ডকুমেন্টের ধরনের বদলে তার বিষয়সূচির উপর নির্ভর করা উচিত। এই মানদণ্ড রক্ষার জন্য এই ব্যতিক্রমটির, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সময়সীমা নির্ধারিত থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় নিরাপত্তার ভিত্তিতে কোনো তথ্যকে বিশেষ গোপনীয়তায় রাখার বৈধতা হয়ত একটা নির্দিষ্ট ব্লকি কেটে যাবার সাথে সাথেই বিলুপ্ত হতে পারে।

### প্রত্যাখ্যান অবশ্যই একটা মৌলিক ক্ষতি-যাচাইয়ের মাধ্যমে হবে

কোনো তথ্যের প্রকাশ আইনের তালিকাভুক্ত বৈধ আশঙ্কার আওতায় পড়ে গেছে— কেবলমাত্র এইটুকুই যথেষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাকে অবশ্যই এও প্রদর্শন করতে হবে যে ঐ তথ্যের প্রকাশ বৈধ আশঙ্কার ক্ষেত্রে কী বস্তগত ক্ষতিসাধন করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তথ্যের প্রকাশের উপকারিতা থাকতে পারে। যেমন, সামরিক দুর্নীতির প্রকাশ আপাতদৃষ্টিতে জাতীয় নিরাপত্তার দুর্বলতা প্রকাশক হলেও প্রকৃতপক্ষে, সময়ের সাথে সাথে, দুর্নীতি নির্মূল করে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব। এসবক্ষেত্রে অ-প্রকাশকে আইনগতভাবে সিদ্ধ করে ফেলার আগে দেখা উচিত তথ্য প্রকাশের প্রকৃত প্রভাব আইনগত আশঙ্কার ক্ষেত্রে কতটা বস্তগত ক্ষতিসাধন করে।

### জনস্বার্থ উপেক্ষা করা

বৈধ উদ্দেশ্যের বস্তগত ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও একটি তথ্য প্রকাশ করা জরুরি হতে পারে, যদি প্রকাশ করার ফলাফল ক্ষতির চেয়ে বেশি ফলদায়ক হয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু তথ্য আছে যা প্রকৃতিগতভাবেই ব্যক্তিগত, কিন্তু একইসাথে সেটা সরকারের অভ্যন্তরে

be limited to matters such as law enforcement, privacy, national security, commercial and other confidentiality, public or individual safety, and the effectiveness and integrity of government decision-making processes.

Exceptions should be narrowly drawn so as to avoid including material which does not harm the legitimate interest. They should be based on the content, rather than the type, of the document. To meet this standard exceptions should, where relevant, be time limited.

For example, the justification for classifying information on the basis of national security may well disappear after a specific national security threat subsides.

### Refusals must meet a substantial harm test

It is not sufficient that information simply fall within the scope of a legitimate aim listed in the law. The public body must also show that the disclosure of the information would cause substantial harm to that legitimate aim. In some cases, disclosure may benefit as well as harm the aim. For example, the exposure of corruption in the military may at first sight appear to weaken national defence but actually, over time, help to eliminate the corruption and strengthen the armed forces. For non-disclosure to be legitimate in such cases, the net effect of disclosure must be to cause substantial harm to the aim.

### Overriding public interest

Even if it can be shown that disclosure of the information would cause substantial harm to a legitimate aim, the information should still be disclosed if the benefits of disclosure outweigh the harm. For example, certain information may be private in nature but at the same time expose high-level corruption within government. The harm to the legitimate aim must be weighed against the public interest in having the information made public. Where the latter is greater, the law should provide for disclosure of the information.

উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতির জন্য দেয়। কাজেই এটি প্রকাশ করার আইনগত বৈধ উদ্দেশ্য যতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনস্বার্থ তারচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রকাশ না করলে। পরেরটি যেখানে বৃহত্তর, সেখানে তথ্য প্রকাশের আইন থাকাই শ্রেয়তর।

## নীতিমালা ৫: প্রবেশাধিকারে সহায়তার প্রক্রিয়া

কোনো তথ্যের জন্য অনুরোধ দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে প্রক্রিয়াধীন হওয়া উচিত এবং কোনো প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা সহজলভ্য হওয়া উচিত

তথ্যের জন্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তিনটি ভিন্ন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত: সরকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে; স্বাধীন প্রশাসনিক সংস্থা বরাবর আপিল; এবং আদালত বরাবর আপিল। প্রয়োজনবোধে, নির্দিষ্ট গ্রুপের জন্য তথ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার সুযোগ (প্রভিশন) সৃষ্টি করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, যারা পড়তে বা লিখতে জানেন না, যারা রেকর্ডটির ভাষায় কথা বলেন না, এবং যারা অন্ধত্বের মতো প্রতিবন্ধীতায় ভুগছেন।

প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে (পাবলিক বডি) জনগণের তথ্য পাবার অধিকার নিশ্চিত করার মতো মুক্ত ও অভিগম্য অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা স্থাপন করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। সাধারণভাবে এসব সংস্থায় একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া উচিত যিনি এ ধরনের অনুরোধ প্রক্রিয়াকরণ এবং আইন অনুযায়ী তার মান নিশ্চিত করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

যাদের আবেদন প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে কিংবা দুর্বোধ্য, বা আরো বিস্তারিত জানতে আগ্রহী বা অন্যান্য, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এ ধরনের আবেদনকারীকে সহায়তা করতে হবে। আবার, সরকারী প্রতিষ্ঠানকে অন্তঃসারশূন্য বা বিরক্তিকর আবেদন নাকচ করার সামর্থ্যও থাকতে হবে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে আবার জানতে আসা ব্যক্তিদের চাহিদা মেটাতে বাধ্য নয় এসব প্রতিষ্ঠান, তবে এসব ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট প্রকাশনার কথা জানাতে হবে।

## PRINCIPLE 5. PROCESSES TO FACILITATE ACCESS

**Requests for information should be processed rapidly and fairly and an independent review of any refusals should be available**

A process for deciding upon requests for information should be specified at three different levels: within the public body; appeals to an independent administrative body; and appeals to the courts. Where necessary, provision should be made to ensure full access to information for certain groups, for example those who cannot read or write, those who do not speak the language of the record, or those who suffer from disabilities such as blindness.

All public bodies should be required to establish open, accessible internal systems for ensuring the public's right to receive information. Generally, bodies should designate an individual who is responsible for processing such requests and for ensuring compliance with the law.

Public bodies should also be required to assist applicants whose requests relate to published information, or are unclear, excessively broad or otherwise in need of reformulation. On the other hand, public bodies should be able to refuse frivolous or vexatious requests. Public bodies should not have to provide individuals with information that is contained in a publication, but in such cases the body should direct the applicant to the published source.

The law should provide for strict time limits for the processing of requests and require that any refusals be accompanied by substantive written reasons.

### Appeals

Wherever practical, provision should be made for an internal appeal to a designated higher authority within the public authority who can review the original decision.



আইনে অনুরোধকৃত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া উচিত এবং যেসব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে সেখানে লিখিত যথোপযুক্ত কারণসমূহ প্রদানের নির্দেশ থাকা উচিত।

## আপিল

বাস্তবতার নিরীখে, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করতে সক্ষম এমন উচ্চস্থানীয় নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর অভ্যন্তরীণ আপিলের সুযোগ (প্রভিশন) সৃষ্টি করা উচিত।

সকল ক্ষেত্রে, এই আইনে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য প্রকাশে অপারগতা প্রকাশের বিরুদ্ধে কোনো স্বাধীন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে কারো ব্যক্তিগতভাবে আপিল করার অধিকারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটা কোনো বিদ্যমান আইনী সংস্থায়ও হতে পারে, যেমন ন্যায়পাল বা মানবাধিকার কমিশন, কিংবা এই কাজের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কোনো প্রতিষ্ঠানে। এক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম মানদণ্ড যেমন থাকতে হবে তেমনি সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাও থাকতে হবে। এর স্বাধীনতা সর্বাংশে নিশ্চিত করতে হবে, আনুষ্ঠানিক এবং যে প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা বোর্ড নিয়োগকৃত হবেন, উভয়ক্ষেত্রেই।

নিয়োগ আসতে হবে অংশীদারিত্বমূলক সংস্থা থেকে, যেমন, সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি, এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে উন্মুক্ত ও তাতে জনমতামতের অবকাশ থাকতে হবে, যেমন মনোনয়ন। এমন একটি পদে ব্যক্তির নিয়োগদানের ক্ষেত্রে তা দৃঢ় পেশাদারিত্বের মাপকাঠিতে যাচাইকৃত হতে হবে, স্বাধীন ও প্রতিযোগিতামূলক এবং সুদৃঢ় স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইনের উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

যে পদ্ধতিতে প্রশাসন তথ্যের জন্য প্রত্যাখ্যাত অনুরোধের উপর আপিল প্রক্রিয়া পরিচালনা করে তা এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে এগুলো দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং স্বল্পতম ব্যয়ে করা যায়। এতে করে জনগণের প্রতিটি মানুষের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং পক্ষান্তরে প্রথম পর্যায়েই অতিরিক্ত বিলম্ব পুরো উদ্দেশ্যটাকেই খর্ব করতে পারে।

প্রশাসনিক সংস্থার হাতে সাক্ষ্য-প্রমাণসহ বাধ্যতামূলকভাবে আপিল তদন্ত করার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যাতে সংশ্লিষ্ট

In all cases, the law should provide for an individual right of appeal to an independent administrative body from a refusal by a public body to disclose information. This may be either an existing body, such as an Ombudsman or Human Rights Commission, or one specially established for this purpose. In either case, the body must meet certain standards and have certain powers. Its independence should be guaranteed, both formally and through the process by which the head and/or board is/are appointed.

Appointments should be made by representative bodies, such as an all-party parliamentary committee, and the process should be open and allow for public input, for example regarding nominations. Individuals appointed to such a body should be required to meet strict standards of professionalism, independence and competence, and be subject to strict conflict of interest rules.

The procedure by which the administrative body processes appeals over requests for information which have been refused should be designed to operate rapidly and cost as little as is reasonably possible. This ensures that all members of the public can access this procedure and that excessive delays do not undermine the whole purpose of requesting information in the first place.

The administrative body should be granted full powers to investigate any appeal, including the ability to compel witnesses and, importantly, to require the public body to provide it with any information or record for its consideration, *in camera* where necessary and justified.

Upon the conclusion of an investigation, the administrative body should have the power to dismiss the appeal, to require the public body to disclose the information, to adjust any charges levied by the public body, to fine public bodies for obstructive behaviour

where warranted and/or to impose costs on public bodies in relation to the appeal.



সংস্থার কাছ থেকে এ বিষয়ক কোনো তথ্য বা রেকর্ড আদায় করতে পারে এ প্রতিষ্ঠানটি, প্রয়োজনে রুদ্ধদ্বার বিচারের মাধ্যমে তা বৈধও করতে পারে।

তদন্তের উপসংহারের উপর ভিত্তি করে উক্ত প্রশাসনিক সংস্থা'র এমন ক্ষমতা থাকা উচিত যাতে সে আপিল বাতিল করতে পারে, সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাকে কোনো তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য করতে পারে, সরকারী সংস্থা কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ ফেরত প্রদান করতে পারে, সেবার নিশ্চয়তা রয়েছে এমন ক্ষেত্রে অসহযোগী আচরণের জন্য সরকারী সংস্থাকে জরিমানা করতে পারে, এবং/অথবা আপিলের জন্য সরকারী সংস্থার উপর ব্যয় আরোপ করতে পারে।

রেকর্ডে প্রবেশাধিকারে অন্যায়ভাবে বাধা প্রদান এবং রেকর্ডের ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের প্রমাণ রয়েছে এমন ঘটনা আদালতে সমর্পণ করার ব্যাপারেও প্রশাসনিক সংস্থার হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত।

প্রশাসনিক সংস্থার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনকারী ও সরকারী সংস্থা উভয়েরই আদালতে আপিল করার সুযোগ থাকা উচিত। কেবলমাত্র প্রশাসনিক সংস্থা ঠিকভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে কি না এই বিচার করার বদলে এইসব আপিলের নিজস্ব গুরুত্ব অনুযায়ী পর্যালোচিত হবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা উচিত। এর ফলে কঠিন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হবে এমন নিশ্চয়তা থাকবে এবং ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে একটা ধারাবাহিক মনোভাব বজায় থাকবে।

## নীতিমালা ৬: ব্যয়

উচ্চমূল্যের কারণে তথ্যের অনুরোধ করা থেকে কোনো ব্যক্তির নিরুৎসাহিত হওয়া কাম্য নয়

সরকারী সংস্থা নির্ধারিত তথ্যে প্রবেশাধিকার অর্জনের ব্যয় এত বেশি হওয়া উচিত নয় যাতে কোনো সক্রিয় ব্যক্তি নিরুৎসাহিত হয়, বরং, তথ্যের স্বাধীনতা আইনের পেছনের সমগ্র যুক্তিই হল তথ্যে সবার অবাধ প্রবেশাধিকার উৎসাহিত করা। তথ্যের উন্মুক্ততার দীর্ঘমেয়াদী লাভ যে আপাত খরচের অনেক উর্ধ্বে, এটা সুবিদিত। প্রবেশাধিকারের ব্যয়ের সাথে কখনই তথ্যের স্বাধীনতার মূল্যের তুলনা হতে পারে না, অনেক দেশের অভিজ্ঞতাই তাই বলে।

The administrative body should also have the power to refer to the courts cases which disclose evidence of criminal obstruction of access to or willful destruction of records.

Both the applicant and the public body should be able to appeal to the courts against decisions of the administrative body. Such appeals should include full power to review the case on its merits and not be limited to the question of whether the administrative body has acted reasonably. This will ensure that due attention is given to resolving difficult questions and that a consistent approach to freedom of expression issues is promoted.

## PRINCIPLE 6. COSTS

**Individuals should not be deterred from making requests for information by excessive costs**

The cost of gaining access to information held by public bodies should not be so high as to deter potential applicants, given that the whole rationale behind freedom of information laws is to promote open access to information. It is well established that the long-term benefits of openness far exceed the costs. In any case, experience in a number of countries suggests that access costs are not an effective means of offsetting the costs of a freedom of information regime.

Differing systems have been employed around the world to ensure that costs do not act as a deterrent to requests for information. In some jurisdictions, a two-tier system has been used, involving flat fees for each request, along with graduated fees depending on the actual cost of retrieving and providing the information. The latter should be waived or significantly reduced for requests for personal information or for requests in the public interest (which should be presumed where the purpose of the request is connected with publication). In some jurisdictions, higher fees are levied on

সারা পৃথিবীতেই নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে যাতে ব্যয় কখনও তথ্যের অনুরোধের প্রতিবন্ধক হতে না পারে। কিছু কিছু দেশের আইনে দুই স্তর বিশিষ্ট পদ্ধতি চালু রয়েছে, একটি হল প্রতিটি অনুরোধের জন্য একটি অভিন্ন ফি এবং অন্যটি হল সেইসাথে তথ্যটি খোঁজা ও প্রদান করার সাথে জড়িত কর্মকাণ্ডের প্রকৃত খরচ। পরের খরচটি বাতিল করাই উচিত অথবা তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় হ্রাস করা উচিত, ব্যক্তিগত অনুরোধ বা জনস্বার্থে অনুরোধ উভয় ক্ষেত্রেই (প্রকাশের অনুরোধ কোনটির সাথে জড়িত তা অনুধাবন করতে হবে)। আবার অনেক দেশের আইনে বাণিজ্যিক অনুরোধের জন্য উচ্চমূল্য নির্ধারণ করা আছে যাতে তা দিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনুরোধের ব্যয় সমন্বয় করা যায়।

## নীতিমালা ৭: উন্মুক্ত বৈঠক

### সরকারী সংস্থার বৈঠকগুলো জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত

তথ্যের স্বাধীনতা মানে সরকার তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কী করছে তা জনগণের জানার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার অধিকার। সে কারণেই, তথ্যের স্বাধীনতা আইনের অবগত থাকা উচিত যে প্রশাসক সংস্থাগুলোর সকল বৈঠক জনগণের জন্য উন্মুক্ত কি না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘প্রশাসন’ বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝানো হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার চর্চা, কাজেই, সেযব সংস্থা কেবলমাত্র প্রস্তাবনার পক্ষে বিপক্ষে মত গ্রহণ করে তা এর আওতায় পড়বে না। রাজনৈতিক বৈঠক—একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্যদের বৈঠক—প্রশাসক সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে না।

পক্ষান্তরে, নির্বাচিত পরিষদ ও তাদের বৈঠক, পরিকল্পনা ও স্থানীয় পরিষদসমূহ, জন পরিষদসমূহ, শিক্ষা কর্তৃপক্ষসমূহ এবং জাতীয় শিল্প-কারখানার (পাবলিক ইন্ডাস্ট্রিজ) উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর আওতায় পড়বে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘বৈঠক’ বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝানো হবে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক, সরকারী কোনো সংস্থার অফিসের নামে আহৃত জনস্বার্থ বিষয়ে কোনো আলোচনার জন্য বৈঠক। আনুষ্ঠানিক একটি বৈঠকের যেসব

commercial requests as a means of subsidising public interest requests.

## PRINCIPLE 7. OPEN MEETINGS

### Meetings of public bodies should be open to the public

Freedom of information includes the public's right to know what the government is doing on its behalf and to participate in decision-making processes. Freedom of information legislation should therefore establish a presumption that all meetings of governing bodies are open to the public.

“Governing” in this context refers primarily to the exercise of decision-making powers, so bodies which merely proffer advice would not be covered. Political committees – meetings of members of the same political party – are not considered to be governing bodies.

On the other hand, meetings of elected bodies and their committees, planning and zoning boards, boards of public and educational authorities and public industrial development agencies would be included.

A “meeting” in this context refers primarily to a formal meeting, namely the official convening of a public body for the purpose of conducting public business. Factors that indicate that a meeting is formal are the requirement for a quorum and the applicability of formal procedural rules.

Notice of meetings is necessary if the public is to have a real opportunity to participate and the law should require that adequate notice of meetings is given sufficiently in advance to allow for attendance.

Meetings may be closed, but only in accordance with established procedures and where adequate reasons for closure exist. Any decision to close a meeting should itself be open to the public. The grounds for closure are



গুণাবলী থাকা দরকার, কোরাম এবং আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিগত নিয়ম-কানূনের অনুসরণ উপস্থিত থাকা।

জনসাধারণের বৈঠকে অংশগ্রহণের প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে বৈঠকের নোটিশ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং আইনকে নিশ্চিত করতে হবে যে এসব বৈঠকের নোটিশ যথাযথভাবে পর্যাপ্ত সময় আগে প্রদান করা হচ্ছে উপস্থিতির কথা বিবেচনা করে।

বৈঠকসমূহ রুদ্ধদ্বারও হতে পারে, তবে সেটা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণসাপেক্ষে হতে হবে এবং কেবলমাত্র যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষেই তা হতে পারবে। কোনো বৈঠকের রুদ্ধদ্বার হবার সিদ্ধান্তটাও প্রথমে জনসমক্ষে উন্মুক্ত হতে হবে। বৈঠক রুদ্ধদ্বার হবার কারণগুলো প্রকাশের বিধানে ব্যতিক্রমের তালিকার চেয়ে বৃহত্তর হতে পারে, তবে তা কখনই অসীম হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে, বৈঠকসমূহ রুদ্ধদ্বার করার কারণ হয়ত জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, আইনের প্রয়োগ ও তদন্ত, কোনো কর্মচারী-কর্মকর্তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (প্রাইভেসি), বাণিজ্যিক বিষয়াবলী এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে জড়িত হতে পারে।

## নীতিমালা ৮: প্রকাশে অগ্রাধিকার

যেসব আইন সর্বোচ্চ উন্মুক্ততার নীতিমালার সাথে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে না, হয় সেগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে নয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করতে হবে

তথ্য স্বাধীনতার আইনকে অন্যান্য আইন-কানূনের মধ্যেও যতদূর সম্ভব নাক গলাতে হবে, এই আইনের আওতাধীন ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। যেখানে এটি করা সম্ভব নয়, অন্যান্য আইনের জনসংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ তথ্য স্বাধীনতার নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্য স্বাধীনতা আইনের মধ্যেই এর ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রসমূহ পরিষ্কারভাবে (কমপ্রিহেনসিভ) উল্লিখিত থাকবে, এবং অন্যান্য আইনে এই ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করার অনুমোদন দেয়া যাবে না। বিশেষ করে, গোপনীয়তার আইন কোনো কর্মকর্তার তথ্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে

broader than the list of exceptions to the rule of disclosure but are not unlimited. Reasons for closure might, in appropriate circumstances, include public health and safety, law enforcement or investigation, employee or personnel matters, privacy, commercial matters and national security.

## PRINCIPLE 8. DISCLOSURE TAKES PRECEDENCE

**Laws which are inconsistent with the principle of maximum disclosure should be amended or repealed**

The law on freedom of information should require that other legislation be interpreted, as far as possible, in a manner consistent with its provisions. Where this is not possible, other legislation dealing with publicly-held information should be subject to the principles underlying the freedom of information legislation.

The regime of exceptions provided for in the freedom of information law should be comprehensive and other laws should not be permitted to extend it. In particular, secrecy laws should not make it illegal for officials to divulge information which they are required to disclose under the freedom of information law.

Over the longer term, a commitment should be made to bring all laws relating to information into line with the principles underpinning the freedom of information law.

In addition, officials should be protected from sanctions where they have, reasonably and in good faith, disclosed information pursuant to a freedom of information request, even if it subsequently transpires that the information is not subject to disclosure.

Otherwise, the culture of secrecy which envelopes many governing bodies will be maintained as officials may be excessively cautious about requests for information, to avoid any personal risk.

পারবে না, যেখানে তথ্য স্বাধীনতা আইনে ঐ তথ্য প্রকাশ করা জরুরি।

দীর্ঘমেয়াদে, একটি প্রতিশ্রুতি (কমিটমেন্ট) থাকা উচিত যে, সকল আইনে তথ্য ও তার প্রকাশ সম্পর্কে যত বিষয় রয়েছে তা ধীরে ধীরে তথ্য স্বাধীনতা আইনের আওতাধীন নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হবে।

উপরন্তু, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যৌক্তিকভাবে এবং সরল বিশ্বাসে তথ্য স্বাধীনতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো তথ্য প্রকাশের অনুরোধ রক্ষা করার ক্ষেত্রে পূর্ব-অনুমোদনের ঝামেলা থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে, এমনকি পরবর্তীতে যদি দেখা যায় যে সে তথ্য আসলে প্রকাশযোগ্য ছিল না। অন্যথায়, অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠানকে আবৃত করে রাখা গোপনীয়তার সংস্কৃতি চলতেই থাকবে, কারণ তখন কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ঝুঁকি এড়ানোর জন্য তথ্য প্রকাশের অনুরোধ এড়াতে অতিরিক্ত চিন্তিত থাকবেন।

### নীতিমালা ৯: তথ্যপ্রকাশে জড়িত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা

তথ্য প্রকাশ করে যারা (হুইসেলব্লোয়ার) আইন-বহির্ভূত কাজ করেছেন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

আইন-বহির্ভূতভাবে যে ব্যক্তিরা তথ্য প্রকাশ করেছেন তাদেরকে কোনো আইনগত, প্রশাসনিক ও চাকরি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে মুক্ত করতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'আইন-বহির্ভূত' বলতে বোঝাবে সরকারী সংস্থার ক্ষেত্রে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংগঠন, আইনী বাধার সাথে সঙ্গতি রাখতে ব্যর্থ হওয়া, বিচারের রায় পালনে ব্যর্থ, দুর্নীতি ও অসততা, অথবা চরম অপ্রশাসনিক কর্মকাণ্ড। স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশের প্রতি মারাত্মক ঝুঁকিও এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে।

সরল বিশ্বাস ও যৌক্তিক জ্ঞান করে কোনো তথ্য সত্য জেনে প্রকাশ করেছেন— এই অপরাধে অপরাধীরা উক্ত সুরক্ষা দ্বারা উপকৃত হবেন। এমনকি এই প্রকাশ আইনগত ও চাকরি-সংক্রান্ত বিধানে দণ্ডযোগ্য অপরাধ হলেও তা থেকে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

## PRINCIPLE 9. PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

### Individuals who release information on wrongdoing whistleblowers – must be protected

Individuals should be protected from any legal, administrative or employment-related sanctions for releasing information on wrongdoing.

"Wrongdoing" in this context includes the commission of a criminal offence, failure to comply with a legal obligation, a miscarriage of justice, corruption or dishonesty, or serious maladministration regarding a public body. It also includes a serious threat to health, safety or the environment, whether linked to individual wrongdoing or not.

Whistleblowers should benefit from protection as long as they acted in good faith and in the reasonable belief that the information was substantially true and disclosed evidence of wrongdoing. Such protection should apply even where disclosure would otherwise be in breach of a legal or employment requirement.

In some countries, protection for whistleblowers is conditional upon a requirement to release the information to certain individuals or oversight bodies. While this is generally appropriate, protection should also be available, where the public interest demands, in the context of disclosure to other individuals or even to the media.

The "public interest" in this context would include situations where the benefits of disclosure outweigh the harm, or where an alternative means of releasing the information is necessary to protect a key interest. This would apply, for example, in situations where whistleblowers need protection from retaliation, where the problem is unlikely to be resolved through formal mechanisms, where there is an exceptionally serious



কিছু কিছু দেশে এই অমান্যকারীদের (ভাইসেলব্রোয়ার) সুরক্ষা শর্তসাপেক্ষ, যখন তারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো অচেনা সংগঠনের কাছে তথ্য প্রকাশ করে থাকেন। যতক্ষণ এটি সাধারণভাবে যৌক্তিক ততক্ষণ তো এ সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবেই, কিন্তু যদি এতে জনস্বার্থ জড়িত থাকে, অর্থাৎ অন্য সকল ব্যক্তির কাছে বা এমনকি গণমাধ্যমে প্রকাশের ক্ষেত্রেও এ সুরক্ষা থাকা উচিত।

এই পরিস্থিতিতে ‘জনস্বার্থ’ বলতে বোঝাবে যেখানে তথ্য প্রকাশের সুবিধার পরিমাণ ক্ষতির পরিমাণের চেয়ে বেশি, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট জরুরি স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিকল্প উপায়ে তথ্য প্রকাশ জরুরি। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলোর ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে হবে, তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তির উপর কোনো প্রতিশোধ গ্রহণের পরিস্থিতিতে যখন তার সুরক্ষা প্রয়োজন, যেখানে সমস্যাটির সমাধান আনুষ্ঠানিক বিধান দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়, যেখানে ঐ তথ্য প্রকাশ মারাত্মক সমস্যা উদ্ভূত হবার কারণ রয়েছে— যেমন জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রতি মারাত্মক হুমকি, অথবা যেখানে এই আইন অমান্য করার প্রমাণ নষ্ট না করে ফেললে ঝুঁকি থেকে যায়।

reason for releasing the information, such as an imminent threat to public health or safety, or where there is a risk that evidence of wrongdoing will otherwise be concealed or destroyed.

